প্রমুখন / Foregrounding :

লেখক যে সমস্ত কৌশলের অবলম্বনে শৈলীকে বিষয় নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য করে গড়ে তোলেন, হাব্রানেক তার নাম দিয়েছেন 'foregrounding'। পবিত্র সরকার বাংলায় এর নামকরণ করেছেন 'প্রমুখন' অর্থাৎ 'সামনে বসিয়ে দেওয়া'। এখানে সামনে এসে বসেছে বিষয় নয়, বাক্য ; বক্তব্য নয়, বাচনভঙ্গি বা ভণিতা। কাজেই প্রমুখনে বিষয়ের থেকে ভাষা হয়ে ওঠে মুখ্য। প্রমুখনের ধারণার অন্যতম প্রবক্তা মুকারোভস্কি। তার মতে কবিতার ভাষার কাজ হলো অর্থের দিকে সোজাসুজি পাঠককে ঠেলে না দিয়ে, তার নিজের শরীরের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ক. আজ ব্যাবসা বনধ্।

খ. আজ ব্যবসা বনধ্ নয়, বনধের ব্যবসা।

[ক] বাচনিক রীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত। এমন উক্তি সংবাদপত্রের শিরোনাম হতে পারে। কিন্তু [খ] দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি নান্দনিকমাত্রা বহন করে। ~~বন্ধ~~ 'বনধের ব্যবসা' প্রযুক্ত বাক্যে প্রমুখিত হয়েছে। প্রমুখন ঘটতে পারে ভাষা-সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে, যেমন ধ্বনির স্তরে অনুপ্রাসের সাহায্যে প্রমুখিত হতে পারে কবিতার চরণ — 'চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

প্রমুখন দুভাবে ঘটে — নিয়মের আতিশয্যে গড়ে তুলতে পারে প্রমুখন। ধ্বনির অনুপ্রাস কবিতায় ভাষা-বিন্যাসকে করে প্রমুখিত, একে বলে প্রমুখিত নিয়মন, শব্দানুষঙ্গ ও বাক্যিক বিন্যাসের ব্যতিক্রমে প্রমুখিত ব্যতিক্রম হয়।

Scanned with CamScanner

সমান্তরালতা (Parallelism) :- সমান্তরালতা একটি শৈল্পীগত উপকরণ,

ধ্বনি বা দল, শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, এমনকি বাক্য বা বাক্যাংশের পুনরুক্তির মাধ্যমে সমান্তরতা গড়ে উঠতে পারে। বাক্যে আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনে সৃষ্টি হয়। যে কোন পুনরুক্তি সমান্তরতা পদবাচ্য নয়, পুনরুক্তি যখন রচনার বয়ানকে শৈল্পীগত দিক থেকে বৈচিত্র্যময় এবং আকর্ষনীয় করে তোলে তখন তাকে সমান্তরতা বলে। সমান্তরতা শুধু বাক্যের স্তরে নয়, গড়ে উঠতে পারে ধ্বনি এবং শব্দের স্তরেও। যেমন – ধ্বনির স্তরে অনুপ্রাস গড়ে তোলে একধরনের সমান্তরতা।

ক. কাঁচা শিকড়গুলোয় এইভাবে / আগুন ধরে / এইভাবে
ছায়ার নকশা মোছে / এইভাবে আরম্ভের কথা
শেষ হয়।

এখানে শব্দের পুনরুক্তি বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে সংযুক্তি ঘটায়।

Scanned with CamScanner

ক. বহির্গঠনের (surface structure) বিচ্যুতি—যা প্রধানত আন্বয়িক (syntactic), ব্যাকরণিক বা শব্দগত বিচ্যুতিকে বোঝায়। তবে এছাড়াও ধ্বনিগত, লৈখিক, ঔপভাষিক প্রভৃতি নানা বিচ্যুতি বহির্গঠনের সঙ্গে যুক্ত।

খ. অন্তর্গঠনের (deep structure) বিচ্যুতি— বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থের বিচ্যুতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রাগগোষ্ঠীর শৈলীবিদ্‌রা মূলত কবিতার ভাষায় বিচ্যুতিতত্ত্ব কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই কবিতার ভাষাগঠনের বিভিন্ন স্তরে বিচ্যুতি কীভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে[১৬]—

ক. শব্দগত বিচ্যুতি (lexical deviation) : শব্দের অভিনব প্রয়োগ কবিতার ভাষায় এনে দেয় নতুন মাত্রা। সম্পূর্ণ অপ্রচলিত শব্দ কবিতায় ব্যবহার করে সাধারণভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন কবি।[১৭] যেমন,

৯. ক সিদ্ধির অঙ্কুটে/সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিত না তবু (অননুতপ্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

খ. কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলিনিকো থিয়েটারি লোহু (আইসায়ার খেদ : বিষ্ণু দে)

অনেকক্ষেত্রে, সাধু আর চলিতের ভিন্ন রূপকে একই বাক্যে নির্বিশেষে ব্যবহার করে ঘটানো হয় শব্দগত বিচ্যুতি।

১০. ক. শস্য ফলিয়া গেছে/রয়েছো দাঁড়ায়ে (মাঠের গল্প : জীবনানন্দ দাশ)

খ. জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি প্রেমের প্রহরা (পিরামিড : তদেব)

উল্লেখ্য, ছন্দের প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি এজাতীয় ব্যতিক্রমী নির্বাচনে উদ্যোগী হন।

খ. ব্যাকরণিক বিচ্যুতি (grammatical deviation) : শব্দগঠনের স্তরে কিংবা বাক্যিক অবয়বেও ঘটতে পারে বিচ্যুতি।

[১] রূপতাত্ত্বিক বিচ্যুতি (morphological deviation) : শব্দগঠনের প্রচলিত নিয়ম কবি ভেঙে ফেলতেই পারেন।

১১. ক. প্রাকপুরাণিক বাল্যবন্ধু যত/বিগত সবাই (উটপাখি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

খ. অণুতম পরমাণু আপনার ভারে (চঞ্চলা : রবীন্দ্রনাথ)

প্রথম দৃষ্টান্তে 'পৌরাণিক'-এর পরিবর্তে অসিদ্ধ 'পুরাণিক' ব্যবহৃত। অপরপক্ষে, 'অণু' শব্দটি বিশেষ্য হলেও বিশেষণীয় উপাদান হিসেবে প্রয়োগ করেন কবি। তাই প্রত্যয় '-তম' প্রযুক্ত হয়। সমাসবদ্ধ পদগঠনেও এরকম নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে পারে।

১২. ক. অগণন ভিড়াক্রান্ত হে শহর (টপ্পা-ঠুংরী : বিষ্ণু দে)

খ. বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির (ক্রেসিডা : তদেব)

প্রথম উদাহরণে তদ্ভব ও তৎসম শব্দের অপ্রচলিত শব্দ জোট, আর শেষ দৃষ্টান্তে বাঙলা ভাষার বাক্যে প্রযুক্ত হয়েছে সংস্কৃতের সমাসবদ্ধ সংগঠন।

[২] আন্বয়িক বিচ্যুতি (syntactic deviation) : ভাষায় পদক্রমের যে নির্দিষ্ট রীতি আছে তার বিপর্যাস (inversion) ঘটানো কবিতার এক অন্যতম লক্ষণ।[১৮] ক্রিয়াপদের পূর্বস্থাপনা, বিশেষ্য-বিশেষণের স্থান পরিবর্তন [১৩ক] বা যৌগিক ক্রিয়ার দূরান্বয় [১৩খ] প্রভৃতি প্রকৌশলের মাধ্যমে বাক্যিক বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

১৩. ক. জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ/প্রত্যুষ নবীন (অশেষ : রবীন্দ্রনাথ)

খ. আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো (মৃত্যুর আগে :

Scanned with CamScanner

বাক্যিক বিন্যাসের বিপর্যাস কবিতার ভাষায় কীভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শিশিরকুমার দাশ (দ্র. দাশ, ১৯৮৭)।

বহির্গঠনের মতো অন্তর্গঠনেও বিচ্যুতি গভীরভাবে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থগত বিচ্যুতির ক্ষেত্রটি নিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে।

গ. **অর্থগত বিচ্যুতি (semantic deviation) :** শব্দকে কবি নতুন এবং অভিধানে অলভ্য অর্থে প্রয়োগ করতে পারেন। প্রচলিত অনুষঙ্গের বাইরে শব্দের এই ব্যবহার অর্থগত বিচ্যুতি ঘটায়, ফলে কাব্য ও কবিতা অভিনব ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে।

১৪. ক. অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার (সেই অন্ধকার চাই : বিষ্ণু দে)
খ. এই নীরন্ধ্র নিকষ কালোর কঠিন অবয়বে (দেয়াল : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

অন্ধকারের রঙ্ কালো। কিন্তু 'লাল অন্ধকার' হয়ে ওঠে এক বিশেষ তাৎপর্যের সূচক। 'নিকষ কালো'র অবয়ব নেই কোনো, কিন্তু 'কঠিন' শব্দের বিশেষণীয় প্রয়োগে নিরবয়ব 'কালো'কেও দেওয়া হয়েছে আকৃতি।

অনুরূপ, আপাত-অসম্ভব প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থগত অসঙ্গতি (semantic oddity) সৃষ্টি করাও কবিতার প্রচলিত এক প্রকরণ (ভট্টাচার্য, ১৯৯৭)।

১৪. গ. ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকারে (নাবিকী : জীবনানন্দ দাশ)

'রৌদ্র' আর 'অন্ধকার' আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে সমার্থক নয়। কিন্তু কবির এ ধরনের প্রয়োগে 'অন্ধকার' যেন হয়ে উঠেছে আলোর চোখ ঝলসানো এক ধাঁধা।

ঘ. **ধ্বনিগত বিচ্যুতি (phonological deviation) :** কবিতার বহির্গঠনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় ধ্বনিগত বিচ্যুতি। মুখের ভাষার মতো কবিতার ভাষাও ধ্বনিগত পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, লোপ (deletion), সংযোজন (insertion), রূপান্তর (modification) ইত্যাদি (দ্র. সরকার, ১৯৮৫)।

১৫. ক. সুনীল আকাশ 'পরে/শুভ্র মেঘ থরে থরে [<উপরে] (কড়ি ও কোমল : রবীন্দ্রনাথ)
খ. মুখানি থুয়ে তার মুখে [<মুখখানি] (ছবি ও গান : তদেব)
গ. কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ [<আশা] (কড়ি ও কোমল : তদেব)
ঘ. একটুখানি রূপের হাসি আঁধারেতে ঘুমিয়ে আলা [<আলো] (ছবি ও গান : তদেব)
ঙ. মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে [<চিত্তে] (মানসী : তদেব)

লিচ অবশ্য আরো কিছু কিছু বহির্গঠনের বিচ্যুতির কথাও তুলে ধরেছেন। যেমন,

ঙ. **লৈখিক বিচ্যুতি (graphological deviation) :** লেখরীতিগত বিশেষত্বের মাধ্যমেও কবিতাকে অর্থবহ করে তোলা অসম্ভব নয়।[১৯] লিচ এজন্যই লৈখিক বিচ্যুতিকে 'special communicative resource of poetry' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন (1969 : 47)। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে পরবর্তী অনুচ্ছেদে (দ্র. অনু. ২.৮.৫)। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

১৬. ক. বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। (অমরতার কথা : অরুণ মিত্র)

Scanned with CamScanner

খ. এই শিকল-পরা ছল মোদের এ
শিকল-পরা ছল।
এই শিকল-পরেই শিকল তোদের
করব রে বিকল।।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
(শিকল পরার গান : নজরুল ইসলাম)

[১৬ক] দৃষ্টান্তে দেখতে পাই কবিতার চরণসজ্জার নিজস্ব লৈখিক বিন্যাস ভেঙে দিয়ে গদ্যের মতো করে পংক্তিগুলোকে সাজানো হয়। কবিতাকে গদ্যধর্মী করে তোলার উদ্যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে লৈখিক সজ্জায়।

[১৬খ] উদাহরণে প্রতি চরণের প্রথম পদটির সঙ্গে অন্যান্য পদগুলির দূরত্ব বা ফাঁক (space) বজায় রাখা হয়। এর ফলে চরণের প্রথম পদগুলি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তৈরী করে লৈখিক সজ্জার একটু ভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন। ছন্দও অবশ্য আরেকটি কারণ, যা এই ফাঁক তৈরী করতে লেখককে উদ্যোগী করে। ছন্দে বিন্যস্ত চরণগুলির মাত্রার সমতা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত পদগুলি আলাদা করে দেন লেখক।

চ. ঔপভাষিক বিচ্যুতি (dialectal deviation) : লেখক রচনার জন্য মান্য ভাষাটিকে (standard language) সাধারণত বেছে নেন। কিন্তু প্রয়োজনে তিনি মান্য ভাষা থেকে সরে এসে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করতেই পারেন।[২০] যেমন, 'গণনাট্য' যুগের 'ছেঁড়া তাঁর' বা 'নবান্ন' নাটকে বিশেষ অঞ্চলের লোকায়ত মানুষকে তুলে ধরতে নাট্যকার আগাগোড়া একটি বিশিষ্ট উপভাষায় নাটকের নির্মাণ করেছিলেন। কবিতায় অবশ্য এজাতীয় উদ্যোগ বিরল। তবে লোকায়ত নির্মাণে এরকম প্রয়োগ দুর্লভ নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শৈলেন্দ্রনাথ বসুর একটি কবিতায়, 'এজ্ঞে বাবু, আপনে হক্ কথাই কন।/ আমাগো গরীবদের রাগ থাকতে নাই!' (২০০২ : ৪৪৫)।

উপভাষার প্রয়োগে লেখককে কিছুটা সতর্কও থাকতে হয়। কারণ পাঠকের কাছে রচনা বোধগম্য করে তোলার দায় তো তাঁরই।

ছ. ভাষামুদ্রা-আশ্রিত বিচ্যুতি (deviation of register) :
আধুনিক কবি অনেকসময় কবিতায় স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োগের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে অন্যধরনের রেজিস্টার বা ভাষামুদ্রা ব্যবহার করেন। রবীন্দ্র-উত্তর বাঙলা আধুনিক কবিতাতেও দেখা গেছে এজাতীয় উদ্যোগ। হালে উত্তর-আধুনিক যুগের কবিতার মধ্যে এরকম প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে। আধুনিক কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

১৮. ক. দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে/ওঠে সিমেন্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে/কাঁপিয়ে উপত্যকা—গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি; ঘোরে/ঠাণ্ডা দুপুরে চিল। (ইতিহাস : অমিয় চক্রবর্তী)

খ. দৃঢ় মুষ্টি অন্ধকারে আছাড়ি বিছাড়ি/এই আমার চোখ রাখলাম; এই তো শোণিত বিচলিত/পাল মুনারি আর্টারি ছিঁড়ে/ফিনকি দিয়ে, ফিনকি দিয়ে আসে। (আবক্ষ-মৃত্যুর মধ্যে : কমল তরফদার)

[১৭ক] দৃষ্টান্তে একাধিক ইংরেজি শব্দ, রাসায়নিক পরিভাষা (chemical term) ইত্যাদির প্রয়োগ নগর সভ্যতার যান্ত্রিক অনুষঙ্গ বহন করে চলে। দ্বিতীয় উদাহরণে [১৭খ]

Scanned with CamScanner

প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাস্তবধর্মী রেজিস্টার প্রয়োগ সৃষ্টি করে অপ্রত্যাশিত এক চমক।

অনেকক্ষেত্রে আবার লোকায়ত ভাষামুদ্রা (folk register) ব্যবহারের মাধ্যমে কাব্যে অভিনব মাত্রার সংযোজন ঘটে (চক্রবর্তী, ২০০১)।

১৮. ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়।/ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
/তারি মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর/ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে, ট্র্যাফিকের এটাক্‌সিয়ায়।
(টপ্পা-ঠুংরি : বিষ্ণু দে)

লক্ষ্য করি, লোকপ্রচলিত ছড়ার ('তারি মধ্যে আসেন বসে শিবসদাগর') 'শিবসদাগর' এ কবিতায় লোকায়ত ভাষামুদ্রা হিসেবে প্রযুক্ত। লৌকিক ছড়ার শিবসদাগরের বসার স্থানটি আধুনিক জীবনের ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্র রূপে যেন চিহ্নিত হয়ে যায়। 'এপার গঙ্গা', 'ওপার গঙ্গার' পরিবর্তে কবি এনেছেন 'ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জ' আর 'এপারে রেলওয়ের হাওড়া'। দুপারে দুই বাণিজ্যস্থলের মধ্যবর্তী স্থানে শিবসদাগরের অবস্থান।

জ. ইতিহাসাশ্রিত বিচ্যুতি (deviation of historical period) :

রচনার সময় লেখক শুধু যে সমকালে আবদ্ধ থাকবেন, তা তো নয়। প্রয়োজনে তিনি পাঠককে পৌঁছে দিতে পারেন সুদূর অতীতে।[২১] রচনার ভাষাতেও তার ছাপ থাকে। যেমন, বাঙলা রচনায় এরকম অতীতের আবহ সৃষ্টি করতে লেখক সাধারণত সাধু ভাষার ছাঁদে কাহিনি নির্মাণে সচেষ্ট হন। পাশাপাশি অপ্রচলিত তৎসম শব্দের ব্যবহার ক্ল্যাসিক পরিমণ্ডল নির্মাণে সাহায্য করে (পাঠক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারেন।)।

কবিতার ক্ষেত্রেও এধরনের প্রচেষ্টা যেমন অতীতের আবহ সৃষ্টি করে, তেমনি ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দের আবর্ত থেকে রচনাকে মুক্তি দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১৯. ক. তোমার বাহুতে অনন্ত-সৃষ্টি ক্রতুকৃতমের শেষ (ক্রেসিডা : বিষ্ণু দে)
খ. বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির (তদেব)
গ. অন্ততম অতিপ্রজ বল্মীকে-বল্মীকে,/বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে/
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস। (সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগ কবিতায় সংযোজিত করে এক কালিক মাত্রা।

Scanned with CamScanner